শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **প্রভাবতী বাড়ৈ** ঃ– আজ তোমার ৬৫তম জন্মদিনে আমাদের প্রণাম নিও। এদিনটি তোমার জীবনে আসুক শতবার। তোমার আশীর্বাদ মোদের চলার পাথেয়। তোমার সুস্থ দেহে দীর্ঘায়ু কামনা করি। **–পুত্র জয়ন্ত, ডেভিড, নাতনি দেবর্পিতা, নাতি দীপন ও বাড়ৈ পরিবার।** –সারদাপল্লি, শিলিগুড়ি।

বিবাহবার্ষিকী

☺ প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে তোদেরকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। তোদের দাম্পত্যজীবন সুন্দর ও সুখী হউক। হাসিখুশিতে ভরে উঠুক তোদের জীবন। আশীর্ব্বাদ কামনায়–**বাবা–মা ও পরিবারবর্গ।** পাকুরিতলা, আলিপুরদুয়ার।

অনিশ্চিত বাগান ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : সরকারিভাবে শুক্রবার রাত পর্যন্ত লিগের তরফ থেকে কিছুই বলা হয়নি। কিন্তু পরিস্থিতি যা, তাতে শনিবার এটিকে মোহনবাগান–বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচ বাতিল হওয়ারই সম্ভাবনাই বেশি।

জটিলতা আরও বেড়েছে শুক্রবার রাতে। বিভিন্ন ক্লাবসূত্রে পাওয়া খবর, আরটি–পিসিআর টেস্টের জন্য ফুটবলারদের নমুনা নিতে আসতেন যিনি, তিনিও এবার সংক্রামিত। ফলে তাঁর মাধ্যমে কতজনের সংক্রমণ ছড়িয়েছে তা ভেবেই ঘুম উড়েছে ক্লাবগুলির। তাদের বক্তব্য, পরীক্ষার বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে লিগ কর্তৃপক্ষই ছড়িয়ে দিচ্ছে সংক্রমণ। আপাতত ১৫ দিন বন্ধ রাখা হোক লিগ। এতে সংক্রমণের চেন কেটে যাবে। তারপর পরিস্থিতি বুঝে শুরু করা হোক খেলা।

এদিনও অনুশীলনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফলে মাঠে নামার সুযোগ পায়নি দুই দলের কোনও ফুটবলারই। গত ৯ জানুয়ারি থেকে ঘরবন্দি সবুজ–মেরুন শিবির। তারপর থেকে তাদের আর মাঠে নামতে দেওয়া হয়নি।

বলতে গেলে, সবথেকে কঠিন নিভৃতবাসে তারাই আছে। এফসি গোয়ার তিন ফুটবলারের সংক্রমণ ধরা পড়ে তারও আগে। কিন্তু তারা দ্রুত নিজেরাই সেই ফুটবলারদের বাকিদের থেকে আলাদা করে নিভৃতবাসে পাঠিয়ে দেওয়ায় অনুশীলন বা খেলার ক্ষেত্রে কোনও বাধা দেওয়া হচ্ছে না।

এদিনও নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি–র বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলল এফসি গোয়া। যেখানে

১–১ গোলে ড্র হল ম্যাচ। শুধু তাই নয়, গোয়ার আইরাম কাব্রেরাও খেললেন ও গোল করলেন এদিন। নর্থইস্টকে এগিয়ে দিয়েছিলেন হার্নান সান্তানা। সবথেকে আগে কাব্রেরাই সংক্রামিত হন বলে শিবিরের খবর। তবে তাঁর দুটো রিপোর্ট নেগেটিভ হয়ে যাওয়ায় খেলতে কোনও বাধা ছিল না।

গত ১২ দিন ধরে গোয়াকে আটজনের বেশি ফুটবলার নিয়ে অনুশীলনও করতে দেওয়া হয়নি এবং নিভৃতবাসে রাখা হয়েছে। তবু যেহেতু তাদের খেলতে দেওয়া হচ্ছে এই উদাহরণের ভিত্তিতেই পরিষ্কার নয় শনিবারের এটিকে মোহনবাগান–বেঙ্গালুরু ম্যাচ।

একইসঙ্গে এটাও ঘটনা, গোয়ার যাঁরা সক্রামিত হচ্ছেন তাঁদের ক্লাবের তরফ থেকে সঙ্গে সঙ্গে নিভৃতবাসে পাঠিয়ে দেওয়ায় সমস্যা কম হচ্ছে। কিন্তু এটিকে মোহনবাগান তেমনকিছু না করাতেই সমস্যা বেড়েছে। তাছাড়া প্রতিপক্ষ নর্থইস্টে কোনও সংক্রমণ না থাকায় গোয়া না খেললে খালিদ জামিলের দল ৩ পয়েন্ট ও ৩ গোল পেয়ে যেত। সেখানে শনিবারের দুই দলেরই এক সমস্যা। বাগানে যেখানে পাঁচের বেশি ফুটবলার সংক্রামিত সেখানে বেঙ্গালুরুর হোটেলকর্মীদের সংক্রমণের পরে এখন এক ফুটবলারও কোভিড আক্রান্ত বলে খবর। গোটা দল আশঙ্কার সঙ্গে বাকি রিপোর্ট আসার অপেক্ষায়। এদিন দুই দলেরই কোচদের সঙ্গে দলের মিডিয়া ম্যানেজার কথা বলে নেন ম্যাচের আগের নির্দিষ্ট সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য। কিন্তু সেই ভিডিও তাঁদের পাঠাতে বারণ করা হয় আইএসএলের তরফে। যা এর আগে কোনও দলকেই বলা হয়নি। এতেই মনে করা হচ্ছে যে সম্ভবত শুক্রবারের ম্যাচটা বাতিলই করে দেওয়া হবে। বাতিল হলে দুই দলকেই এক পয়েন্ট করে দিয়ে দেওয়ার কথা। আর যদি স্থগিত করে দেওয়া হয় তাহলে অবশ্য ফের সূচি বদলে এই ম্যাচ নতুন করে দিতে হবে। এদিকে, বাগান–বেঙ্গালুরুর মতো এদিনও অনুশীলনে নামতে পারেনি এসসি ইস্টবেঙ্গলও। তাদের পরবর্তী ম্যাচ ১৯ জানুয়ারি এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে। তার আগে নতুন আসা কোচ মারিও রিভেরা কদিন অনুশীলনের সময় পান, সেটাই দেখার। ফ্রাঞ্জো পার্চে ফিট হয়ে গিয়েছেন। তবে আদিল খান ও জয়নার লরেন্সোর এখন সময় লাগবে। কিন্তু এঁদের কবে দেখার সুযোগ পাবেন মারিও, তাও পরিষ্কার নয়। আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলা কোভিড সংক্রমণে জট পাকিয়ে গিয়েছে আইএসএলের বেশিরভাগ দলেরই প্রস্তুতি।

কোচ ছাঁটাই

দলের পারফরমেন্স আশানুরূপ নয়। তাই হেড কোচ কিকো রামিরেজকে ছাঁটল ওডিশা এফসি। ১০ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট পেয়ে আইএসএলের লিগ টেবিলে নয় নম্বরে রয়েছে ওডিশা।

ব্রডদের থামিয়ে সেঞ্চুরি হেডের

হোবার্ট, ১৪ জানুয়ারি : অ্যাসেজের শেষ টেস্ট। প্রথমদিনের খেলা সবে দশম ওভারে। অজি ইনিংসে প্যাভিলিয়নে একে একে ডেভিড ওয়ার্নার, উসমান খোয়াজা, স্টিভেন স্মিথ। অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ১২/৩! চলতি সিরিজের নিরিখে একেবারে উলটপুরান। মুখরক্ষার ম্যাচে মেঘলা আবহাওয়ায় নতুন গোলাপি বলে রীতিমতো ভয়ংকর স্টুয়ার্ট ব্রড, ওলি রবিনসনরা। করোনা সংক্রমণের কারণে সিডনির নিউ ইয়ার্স টেস্টে খেলতে পারেননি হেড। কামব্যাকেই দুরন্ত সেঞ্চুরিতে দলকে রসদ জোগানো ইনিংস। মার্নাস লাবুশেনকে (৪৪) নিয়ে প্রথমে প্রতিরোধ। তারপর পঞ্চম উইকেটে ক্যামেরন গ্রিনের (৭৪) সঙ্গে শতরানের পার্টনারশিপে দলকে সুরক্ষিত জায়গায় পৌঁছে দেওয়া।

দ্বিতীয় সেশনের একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন আউট হন, হেডের নামের পাশে ১০১। ১১৩ বলে এক ডজন বাউন্ডারিতে জো রুটদের আশায় কার্যত জল ঢেলে দিয়েছেন। বৃষ্টির জন্য তৃতীয় সেশনের শুরুতেই যখন দিনের খেলা বন্ধ হয়ে যায়, অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে ২৪১। ক্রিজে অ্যালেক্স ক্যারির (১০) সঙ্গে আছেন মিচেল স্টার্ক (০)।

ব্রডের বলে বোল্ড হয়ে গড়াগড়ি লাবুশেনের। শুক্রবার হোবার্টে।

দলে ফিরেই সেঞ্চুরি, তাও কঠিন পরিস্থিতি। জোড়া খুশি নিয়ে দিনের শেষে হেড বলেছেন, 'দলে ফিরেই ব্যাট হাতে অবদান রাখতে পেরে আমি খুশি। গত দু'দিন ধরেই অনুশীলনে একদম ঠিকঠাক বল হিট করছিলাম। আজ সেটাই চালিয়ে গিয়েছি। আসলে মেলবোর্নের চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে খেলা ইনিংস আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে।'

ইংল্যান্ড দলে এদিন এক গণ্ডা পরিবর্তন। জস বাটলার, জনি বেয়ারস্টো, জেমস অ্যান্ডারসন, জ্যাক লিচের জায়গায় দলে স্যাম বিলিংস, ওলি পোপ, ক্রিস ওকস ও ওলি রবিনসন। অজি ব্রিগেডে মার্কাস হ্যারিস আউট, হেড ইন। টসে জিতে রুট ফিল্ডিং নেওয়ার পরপরই ব্রডের সঙ্গে কাজ শুরু করে দেন কামব্যাকম্যান রবিনসন। দেরিতে শুরু হওয়া ম্যাচে ওয়ার্নার (০) ও স্মিথকে (০) খাতা খুলতে দেননি রবিনসন। ব্রডের শিকার সিডনিতে জোড়া সেঞ্চুরি হাঁকানো খোয়াজা (৬)। ১২/৩। চাপের মধ্যেই লাবুশেন–হেডের প্রতি আক্রমণ। ব্রডের বলে গড়াগড়ি দিয়ে বোল্ড হওয়ার আগে পর্যন্ত ইতিবাচক ব্যাটিং টেস্ট র‍্যাংকিংয়ের বিশ্বের একনম্বর ব্যাটার লাবুশেনের। মাঝের সেশনে সেই দাপটটা আরও বাড়িয়ে দেন হেড–গ্রিন জুটি।

মার্ক উড ও ওকসকেই মূলত টার্গেট করেন। বলটা একটু পুরোনো হওয়ার পর শুরুর সেই ঝাঁঝটাও মিলছিল না। যার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন দুই অজি। হেডের সেঞ্চুরির পাশে আকর্ষণীয় ব্যাটিং উপহার দেন গ্রিনও (১০৯ বলে ৭৪)। শেষপর্যন্ত গ্রিনকে ফেরান উড। শতরানের পরপরই হেডের চিত্তাকর্ষক ব্যাটিংয়ে ব্রেক লাগিয়ে দেন ওকস।

ব্রড–রবিনসনের দুরন্ত শুরু, হেডের পালটা জবাবের দিনেও বৃষ্টি বিড়ম্বনা ম্যাচের আকর্ষণে অনেকটাই জল ঢালল। ৩০ ওভারের বেশি খেলা নষ্ট হল। আর যা নিয়ে সমালোচনার মুখে ম্যাচ রেফারি, আম্পায়ারদের ভূমিকা। অভিযোগ, আম্পায়াররা অতিসক্রিয়তা না দেখালে, আরও কিছু ওভার বেশি খেলা সম্ভব হত।

নাইটদের বোলিং কোচ ভরত অরুণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : ভিন্ন ভূমিকায় টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বোলিং কোচ ভরত অরুণ। আগামী আইপিএলের লক্ষ্যে কলকাতা নাইট রাইডার্স আজ দলের বোলিং কোচ হিসেবে ভরতের নাম ঘোষণা করল। নিউজিল্যান্ডের কাইল মিলসের স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। কেকেআরের মতো সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের বোলিং কোচ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর ভরত বলেছেন, 'আমি উত্তেজিত। কেকেআরের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে দারুণ লাগছে। আইপিএল সহ অন্যান্য পেশাদার লিগে কেকেআর অত্যন্ত সফল দল। ওদের সাফল্যের ধারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি গর্বিত।'

গত অক্টোবরে মরুদেশে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ বিশ্বকাপ বিপর্যয়ের পর কোচ রবি শাস্ত্রী ও তাঁর সহকারীদের বদলে ফেলে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। রাহুল দ্রাবিড় ভারতীয় দলের নয়া কোচ হিসেবে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে বোলিং কোচের দায়িত্বে রয়েছেন পরশ মামব্রে। ফলে ভরত চেষ্টায় ছিলেন নতুন কিছুর। আজ কেকেআরের বোলিং কোচের দায়িত্ব পাওয়ার সঙ্গেই তিনি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের সংসারে ঢুকে পড়লেন। নাইটদের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম ও সিইও ভেঙ্কি মাইসোর কেকেআর সংসারে স্বাগত জানিয়েছেন ভরতকে।

শেষ আটে মিলান

মিলান, ১৪ জানুয়ারি : কোপা ইটালিয়ার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল এসি মিলান। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে জেনোয়াকে ৩–১ গোলে হারিয়েছে তারা। ১৭ মিনিটে লিও ওস্টিগার্ডের গোলে এগিয়ে যায় জেনোয়া। ৭৪ মিনিটে অলিভার জিরৌর গোল সমতা ফেরায়। নির্ধারিত সময়ে ১–১ থাকার পর ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। ১০২ মিনিটে রাফায়েল লিয়াও এবং ১১২ মিনিটে অ্যালেক্সিস সিলেমেকের্সের গোল মিলানের জয় নিশ্চিত করে।

সিন্ধু–গর্জন অব্যাহত

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : ইন্ডিয়া ওপেনে পিভি সিন্ধু–গর্জন অব্যাহত। শুক্রবার চ্যাম্পিয়নের মতোই সেমিফাইনালে পা রাখলেন দেশের একনম্বর মহিলা শাটলার। পাশাপাশি এইচএস প্রণয়ের কঠিন চ্যালেঞ্জের সফল মোকাবিলা করে শেষ চারে উঠেছেন লক্ষ্য সেনও। তবে এদিন শেষ হয়ে গিয়েছে মালবিকা বানসোডের দৌড়।

এদিন কোয়ার্টার ফাইনালে

ইন্ডিয়া ওপেন

ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের ভবিষ্যৎ হিসেবে পরিচিত অস্মিতা চালিহাকে ২১–৭, ২১–১৮ পয়েন্টে হারাতে মাত্র ৩৬ মিনিট সময় নিলেন সিন্ধু। ২০১৯ সালে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে শেষ সাক্ষাতে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে পরীক্ষার মুখে ফেলেছিলেন অস্মিতা। কিন্তু এদিন প্রথম গেমে দাঁড়াতেই পারলেন না। শুরুতেই ১১–৫ ব্যবধানে এগিয়ে যান সিন্ধু। এরপর অস্মিতা দুই পয়েন্ট তুললেও টানা ১০ পয়েন্ট পেয়ে সেট জেতেন সিন্ধু। দ্বিতীয় সেটে অবশ্য কিছুটা লড়লেন অস্মিতা। ৬–৯ ব্যবধান থেকে একসময় ১০–৯ পয়েন্টে এগিয়ে যান। তারপর ফের ১১–১৫ থেকে ১৫–১৫ করেন পয়েন্ট। তবে শেষ হাসি হাসেন সিন্ধুই। ফাইনালে যাওয়ার পথে সিন্ধুর প্রতিপক্ষ থাই শাটলার সুপানিন্দা কাতেথং।

সম্প্রতি ফোর্বস প্রকাশিত ২০২১ সালের সবচেয়ে বেশি আয় করা মহিলা ক্রীড়াবিদদের তালিকায় ৭ নম্বরে ঠাঁই পেয়েছেন সিন্ধু। এদিন ম্যাচ জিতে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'খুশির খবর। বিশ্বের সেরা মহিলা ক্রীড়াবিদদের তালিকায় নাম থাকা আমার জন্য ইতিবাচক। এটা আত্মবিশ্বাস জোগাবে। তবে এটা নতুন কিছু নয়।'

এদিন লক্ষ্য অবশ্য প্রণয়ের বিরুদ্ধে লড়ে জিতলেন। ফল লক্ষ্যর পক্ষে ১৪–২১, ২১–৯, ২১–১৪। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দুরন্ত ফর্ম এখানেও ধরে রেখেছেন তিনি। সেমিফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়ার জে ওং এনজি।

কোয়ার্টার ফাইনাল টার্গেট ডেনারবির

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি : হাতে এক সপ্তাহের কম সময়। এএফসি এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ডুবে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। দলের সাম্প্রতিক পারফরমেন্সে আশালতা দেবী, গ্রেস ডাংমেইদের ঘিরে প্রত্যাশা তৈরি হলেও বাস্তবের মাটিতে পা রাখছেন কোচ থমাস ডেনারবি। ভারতীয় মেয়েদের হেড কোচের কথায়, 'আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছোনো। আমরা যদি শেষ আটে পৌঁছোতে পারি, তাহলে অনেককিছু হতে পারে। কোয়ার্টার ফাইনাল নকআউট পর্যায়। আর এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি দল চাপে থাকে। তাই সেই লক্ষ্যে এগোনোর কথা মেয়েদের বলেছি। তবে সেটা পূরণ করতে হবে ধাপে ধাপে।'

সেই লক্ষ্যের প্রথম ধাপ হিসেবে ২০ জানুয়ারি ইরান ম্যাচকে দেখছেন ডেনারবি। সুইডিশ কোচের কথায়, 'গ্রুপপর্যায়ে আমরা তিনটে ভিন্নধর্মী দলের বিরুদ্ধে খেলব। তারমধ্যে ইরান ম্যাচ ভীষণ কঠিন। ইরানের প্রতিটি আক্রমণ, সেট পিসের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।' বালা দেবী, সঙ্গীতা বাসফোরের মতো চেনা মুখকে পাচ্ছে না ভারত। তবে ব্যক্তিগত পারফরমেন্স নয়, দলগত লড়াইকে গুরুত্ব দিচ্ছেন ডেনারবি। তাঁর কথায়, 'আমরা পরিকল্পনামাফিক প্রস্তুতি সেরেছি। সাতদিনে তিনটে ম্যাচ খেলেছি। কারণ এশিয়ান কাপের গ্রুপপর্যায়ে সেইমতো আমাদের খেলতে হবে।' অগাস্টে দায়িত্ব নেওয়ার পর সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, বাহরিন, উজবেকিস্তান, তুরস্ক, সুইডেন ও ব্রাজিল সফরে গিয়েছে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে বলে মনে করেন ডেনারবি।

টুর্নামেন্ট স্থগিত

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : করোনার বাড়াবাড়ির জেরে জোড়া টুর্নামেন্ট স্থগিত হয়ে গেল। দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় অল বেঙ্গল মেয়েদের দিন–রাতের ৮ দলীয় ক্রিকেট ২৯ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দাদাভাইয়ের মাঠে হওয়ার কথা ছিল। অন্যদিকে, ৭–১৩ ফেব্রুয়ারি হওয়ার কথা ছিল অল বেঙ্গল ছেলেদের ১২ দলীয় অনূর্ধ্ব–১৩ ক্রিকেট। দাদাভাইয়ের সচিব বাবুল পালচৌধুরী জানিয়েছেন, করোনা আতঙ্কে দুটি টুর্নামেন্টই স্থগিত হল।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-এর এক বাসিন্দা অশোক গোয়েঙ্কা - কে **11.11.2021** তারিখের ড্র-তে **87B 63582** নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। আনন্দিত বিজয়ী বললেন, "আজকের দিনটা আমার জীবনের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন। কোটিপতি হয়ে আজ আমি এতটাই খুশি যে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আজ থেকে আমি আর আমার পরিবার ভালভাবে জীবনযাপন করার জন্য এক নতুন পথ খুঁজে পেলাম। আমাকে কোটিপতি করে তোলার জন্য ডিয়ার লটারির কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ থাকব। আজ আমি খুবই গর্বিত। আমার কোটিপতি হওয়ার খবর পেয়ে পরিবারের সবাই খুবই বিস্মিত, তারা প্রথমে কেউই বিশ্বাস করতে পারেনি যে আমি এক কোটি টাকা জিতেছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখা যায়। এই ডিয়ার লটারি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জীবনযাত্রায় এক আমূল পরিবর্তন এনেছে।

IN ALAM NURSING HOME

ICU + ADVANCED SURGICAL CENTRE

WE ARE DOING HIGHEST COMPLICATED SURGERIES OF ABDOMEN FOR LAST 2 YEARS IN COMPARISON TO 32 YEARS OF MY SURGICAL EXPERIENCES AT ISLAMPUR BECAUSE, Patients cannot move for Chennai, Bangalore, Hyderabad etc. due to Corona Problems, WITHOUT ANY
1. DEATH & 2. MAJOR COMPLICATIONS

DEPARTMENTS ARE-
1. GASTRO ENTEROLOGY (SURGICAL AND ENDOSCOPIC)
2. UROLOGY
3. PAED. SURGERY
4. GYNAECOLOGY

TRAININGS ARE-
1. Lap G.B & Appendix from Kolkata
2. Laparoscopic and Hysteroscopic Surgery in Gynaecology and Infertility- from Mumbai
3. Infertilirty- from Mumbai
4. Lithotripsy and Endo- Urology- from Mumbai
5. G.-I. Endoscopy with E.R.C.P- from Mumbai
6. Paed. Surgery, Laparoscopy and Urology- from Mumbai
7. Trauma (Head Injury, Chest injury, Abdominal injury)- from Mumbai
8. Andrology- from NADIAD
9. Neuro Surgery- from L.T.M.G.M.C. Mumbai and Apollo Chennai
10. I.C.C.U. (Multi Disciplinary) and Echo Cardiography- from Apollo Chennai
11. Dialysis training & Critical Care Medicine- from Agra and Apollo Chennai

MY TOTAL SURGICAL EXPERIENCE IS 38 YEARS

SWASTHA-SATHI CARD ACCEPTED HERE

ISLAMPUR, UTTAR DINAJPUR

99322-63281 / 99327-87616 / 94340-77038

জেলা ক্রীড়া সংস্থার দুই গোষ্ঠীর দুই মিট

অনুমতিই দেয়নি রাজ্য অ্যাথলেটিক সংস্থা

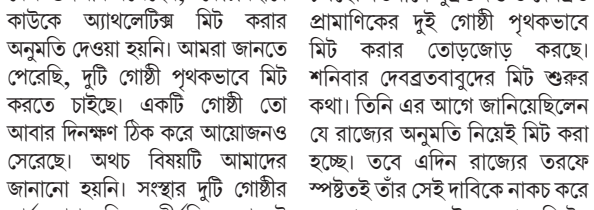

কোচবিহার স্টেডিয়ামের বাইরে জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাথলেটিক্স মিটের গেট।

শিবশঙ্কর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৪ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার (ডিএসএ) অন্তঃকলহ এবার জেলা ছেড়ে রাজ্য পর্যন্ত পৌঁছাল। অন্তঃকলহের বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ রাজ্য কমিটিও। রাজ্য অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের তরফে স্পষ্টতই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা জেলায় অ্যাথলেটিক্স মিট করার জন্য কোনও অনুমতি দেয়নি। অথচ তাদের নাম ভাঙিয়ে কোচবিহার স্টেডিয়ামে মিট করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্ত দূর করার জন্য রাজ্য অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি তথা জেলা শাসককে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেই চিঠিরও কোনও জবাব রাজ্যের কাছে পৌঁছায়নি। ফলে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিবের পদকে কেন্দ্র করে যে অন্তঃকলহের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসছে সেখানে সংস্থার সভাপতির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

রাজ্য অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব কমলকুমার মৈত্র শুক্রবার বলেছেন, 'কোচবিহারে কাউকে অ্যাথলেটিক্স মিট করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আমরা জানতে পেরেছি, দুটি গোষ্ঠী পৃথকভাবে মিট করতে চাইছে। একটি গোষ্ঠী তো আবার দিনক্ষণ ঠিক করে আয়োজনও সেরেছে। অথচ বিষয়টি আমাদের জানানো হয়নি। সংস্থার দুটি গোষ্ঠীর কার্যকলাপ নিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই বিভ্রান্তি রয়েছে। এর আগেও সংস্থার সভাপতিকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবারও একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কোনও জবাব মেলেনি।' তিনি আরও বলেছেন, 'সংস্থার সভাপতি তথা জেলা শাসক যদি দুটি গোষ্ঠীকে ডেকে নিয়ে একত্রে বৈঠক করেন তাহলেই হয়তো সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু কেন তিনি সমস্যা মেটাচ্ছেন না তা তিনিই জানেন।'

রাজ্য সংস্থার তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, করোনা পরিস্থিতির জন্য রাজ্য অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সমস্ত খেলাধুলো বন্ধ রাখা হয়েছে। সেখানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কোচবিহারে মিট করার পক্ষপাতী তারা নয়। তবে কোচবিহার স্টেডিয়ামে ইতিমধ্যেই অ্যাথলেটিক্স মিটের ব্যানার সহ প্রবেশপথ তৈরি করা হয়েছে। আমন্ত্রণপত্র ছেপে তা বিলির প্রক্রিয়াও শেষ। শনিবার স্টেডিয়ামে মিট শুরু হওয়ার কথা। দু'দিনে ৯০টি ইভেন্টে ৩০০ জন প্রতিযোগী অংশ নেবে বলে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, জেলা ক্রীড়া সংস্থার দুটি গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন থেকেই চলছে। বর্তমানে সুব্রত দত্ত ও দেবব্রত প্রামাণিকের দুই গোষ্ঠী পৃথকভাবে মিট করার তোড়জোড় করছে। শনিবার দেবব্রতবাবুদের মিট শুরুর কথা। তিনি এর আগে জানিয়েছিলেন যে রাজ্যের অনুমতি নিয়েই মিট করা হচ্ছে। তবে এদিন রাজ্যের তরফে স্পষ্টতই তাঁর সেই দাবিকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় মিটের ভবিষ্যৎ কী হবে, সেদিকেই তাকিয়ে ক্রীড়ামহল। **ছবি ঃ জয়দেব দাস**

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ : ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫১৩৪৪০১, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com uttarbanga@indiatimes.com Website : http://www.uttarbangasambad.in